গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ
www.probashi.gov.bd

বিষয় ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) এর ৩য় তম সভা এবং অভিযান পরিচালনার কার্যবিবরণী।

তারিখ : ২৪ আগষ্ট, ২০১৬ খ্রিঃ।

সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

স্থান : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স অভিযানে উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১.	জনাব মোঃ আকরাম হোসেন, যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) ও সভাপতি, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২.	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট) ও সদস্য সচিব, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩.	বেগম ইসরাত চৌধুরী, উপসচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব মোঃ আবু তালেব, উপসচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫.	জনাব এম. কে. হাসান মাহমুদ, সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬.	বেগম শাহীনুর আক্তার, উপ-পরিচালক, এনএসআই
৭.	বেগম ফারজানা ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইমিগ্রেশন
১৯.	জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন, আইন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড
২০.	জনাব মুজিবুল হক সিকদার, পরিচালক অপারেশন, বিজিবি
৮.	জনাব মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, যুগ্ম মহাসচিব, বায়রা
৯.	জনাব আবদুস সালাম আরেফ, যুগ্ম মহাসচিব, আটাব
১০.	জনাব আবুল কালাম আজাদ, অর্থ পরিচালক, টোয়াব
১১.	জনাব মোঃ রাফিউজ্জামান, প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট, টোয়াব
১২.	জনাব মেহেদী হাসান, আইওএম, ঢাকা

অদ্য ২৪-০৮-২০১৬ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকা রোজ বুধবার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) ও ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের সভাপতি জনাব মোঃ আকরাম হোসেন উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন বর্তমানে VTF এর সদস্য সংখ্যা ২৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ নামে অত্র মন্ত্রণালয় একটি আইন রয়েছে। উক্ত আইনের ৭ ধারা মোতাবেক বিদেশ গমণের জন্য ৩টি বৈধ পথ ঘোষণা করা হয়েছে তা হলো: (১) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা (২) হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম এবং (৩) ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট। এছাড়া উক্ত আইনের ৩২ ও ৩৫ ধারা মোতাবেক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সভাপতি আরো জানান যে, গামকা থেকে বিদেশ গমন কর্মীদেরকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা মাধ্যমে সার্টিফিকেট নিতে হয়। কর্মীদের বিদেশ গমনের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ২৭টি মেডিকেল সেন্টার রয়েছে। গামকা নিজস্ব নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তবে গামকা এর বিষয়ে অনেক অভিযোগ পাওয়া যায় বলে সভাকে অবহিত

করেন। এছাড়া গামকার এসোসিয়েশন আছে তাদের নিয়ে মিটিং করা যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় জানিয়েছেন।

বায়রার যুগ্ম-মহাসচিব সভাকে জানান যে, বাংলাদেশের পাসপোর্ট রাখার ক্ষেত্রে হাব ৩ মাস এবং টোয়াব ১ মাস রাখার ক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানে বিমানবন্দরে কড়াকড়ি আরোপের পর বিভিন্ন এজেন্সি কর্তৃক যাত্রী হয়রানি বেড়ে গেছে। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান ও পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা যেতে পারে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন প্রাপ্ত সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণে ১৪টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। ১২০০ রিক্রুটিংএজেন্সিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সিঙ্গাপুরের অভিবাসন ব্যয় লাগামছাড়া। সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণে Sending Organization (SO) সুফল/ কুফল নিয়ে পর্যালোচনা হওয়া জরুরি।

আটাবের প্রতিনিধি জানান যে, কুয়েত থেকে একক ভিসায় প্রায় ৩০,০০০-৪০,০০০ টি ভিসা ইস্যু করা হয়েছে। বাংলাদেশস্থ কুয়েত দূতাবাস থেকে ভিসা প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ভিসা পেতে জটিলতা তৈরী হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে পত্র যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ইমিগ্রেশন প্রতিনিধি জানান যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে অবৈধ কর্মীদেরকে দেশে ফেরত প্রেরণকালে আউটপাশ ইস্যু করা হয়। উক্ত আউটপাশ ইস্যু করার পূর্বে যাচাই-বাছাই করা জরুরি। অবৈধ কর্মী বাংলাদেশের কিনা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে যে সমস্ত সমস্যা তৈরি হচ্ছে তা বিস্তারিত জানানো হবে।

গামকার প্রতিনিধি জানান যে, বাংলাদেশ হতে কর্মী গ্রহণকারী সৌদিআরব, ওমান, কাতার, বাহরাইন, দুবাই ও কুয়েত দেশের জন্য গামকা করতে হয়। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অফিস সময় হলেও সকাল ৭টা থেকে কাজ শুরু করা হয়। গামকার ১৬টি কাউন্টার আছে। জিসিসি'র www.enjudge.org ওয়েবসাইটে ছবি তুলে দিতে হবে। এখানে ছবি নিতে হয়। ছবি নেয়ার জন্য লাইন দিতে হয়। শুধুমাত্র পাসপোর্ট নিয়ে আসতে হয়। সার্ভিস চার্জের জন্য ৩০০/- নগদ প্রদান করতে হয়। মেডিকেল সেন্টারে (৬০ মার্কিন ডলার)৫০০০/- টাকা জমা নেয়া হয়। পুনরায় করার জন্য অতিরিক্ত টাকা নেয়া হয় না। সিলেট ও চট্টগ্রাম এর জন্য গামকা অফিস আছে। গামকা কর্তৃক তৈরী সফটওয়্যারটিতে নিজস্ব কোন কিছু করার নেই বলে জানান। বাংলাদেশ সরকার ফান্ডে কোন টাকা জমা দেয়া হয় না। ব্রোকারদের/ দালালদের বিষয়ে আমরা তেমন ওকিবহাল নই। কোন অভিযোগ আসলে আইন শৃংখলা বাহিনীকে জানানো হয়। শুধুমাত্র সৌদি আরবের ক্ষেত্রে মেডিকেল রিপোর্ট অনলাইনে পাঠাতে হয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২১০০/- টাকা জমা দিতে হয়।

টাস্কফোর্সের সভাপতি জনাব মোঃ আকরাম হোসেন মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিরাপদ অভিবাসনে টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি দেশে বায়রার কার্যক্রম এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণে বিদ্যমান বাজার সম্প্রসারণের বিভিন্ন বিষয় টাস্কফোর্সের প্রতিনিধিদেরকে অবহিত করেন। সভা শেষে গামকা অফিস এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। সভা এবং অভিযান পরিচালনা শেষে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা হয়।

সুপারিশঃ

১) ২৫ বছরের নিচে বা ৪৫ বছরের উর্ধ্বে কোন মহিলা কর্মী বা কোন গর্ভবতী কর্মী যেন বিদেশ গমন করতে না পারে সে লক্ষ্যে সাবধানতার সাথে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য ডায়াগনষ্টিক সেন্টারসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

২) প্রতিটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টার তাদের ওয়েবসাইটে মেডিকেল সার্টিফিকেট কর্মীভিত্তিক তথ্য নিয়মিতভাবে আপলোড করতে অনুরোধ জানাতে হবে।

৩) গামকা অফিসের বাহিরে কোন কর্মী যেন দালালদের খপ্পড়ে পড়ে সর্বশান্ত না হন। সে বিষয়ে খেয়াল রাখার জন্য গামকার কর্মকর্তাদেরকে অনুরোধ করা হলো।

৪) জিসিসি ভূক্ত দেশগুলোতে কর্মীগমণ বেড়ে গেলেও গামকা অফিসের ব্যবস্থাপনা আগের মতো থাকায় এখানে প্রচন্ড ভীড় হয়। দীর্ঘ সময় লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়। এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এলক্ষ্যে কাউন্টার সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। এয়ারকুলার এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫) বিদেশ গমনেচ্ছু একজন কর্মীকে প্রথমে পাসপোর্ট করতে হয়। এ সময় উক্ত ব্যক্তির ছবি তোলা হয় এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হয় ও এমআরপি পাসপোর্ট দেয়া হয়। জিসিসিভূক্ত দেশে গমণের পূর্বে গামকা কর্তৃক

ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হয়। উক্ত পরীক্ষার পূর্বে প্রথমে গামকা অফিসে হাজির হয়ে ৩০০/- টাকা জমা দিয়ে ছবি তোলা হয় এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হয়। পরবর্তীতে পাসপোর্ট দেখে এবং ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য নিয়ে কম্পিউটারে এন্ট্রি দেয়া হয়। প্রতিটি কাউন্টারে এ সময় দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। গামকার নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে মেডিকেল টেস্ট সেন্টার নির্ধারিত হয়ে থাকে। উক্ত রিসিট/ রশিদ নিয়ে মেডিকেল টেস্ট করতে যাওয়া হয়। উপরোক্ত গামকা অফিসের জন্য ৩০০ টাকা নেয়া, ছবি তোলা ইত্যাদির প্রয়োজন আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে অথবা গামকা এর বদলে সরাসরি তালিকাভুক্ত ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মাধ্যমে টেস্ট করানো যেতে পারে। সৌদি আরবের জন্য উক্ত মেডিকেল রিপোর্ট অনলাইনে প্রেরণ করতে হয়। উক্ত রিপোর্ট প্রেরণে পুনরায় গামকা অফিসে আসতে হয়। পরবর্তীতে ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স নেয়ার সময় বিএমইটিতে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হয় এবং এ সময় দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। একই ব্যক্তির একই উদ্দেশ্যে বার বার ছবি তোলা এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট দেয়া যেমন ঐ ব্যক্তির জন্য কষ্টসাধ্য এবং এই দীর্ঘ লাইনের সুযোগ দালাল চক্র সক্রিয়। এমতাবস্থায়, ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে এই তিনটি কাজ একসাথে করলে এবং অনলাইন সফটওয়্যার শেয়ার করলে জনগণের হয়রানি কমে যাবে এবং অসাধুচক্র এখান থেকে দূরীভূত হবে। আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্বাক্ষরিত/-
১৯-০৯-২০১৬

(মোঃ আকরাম হোসেন)
যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)
ও
সভাপতি, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF)
ফোন ঃ ৮৩৩৩৪২০।

নং-৪৯.০০.০০০০.২৩২.৩১.০০২.১৬-২০৪ তারিখঃ ১৯-০৯-২০১৬ খ্রি:

বিতরণ ঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ: আ: জনাব এম কে হাসান মাহমুদ; সহকারী সচিব (সীমান্ত-৩)]।

০২। পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা [দৃ: আ: জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, পরিচালক (কনস্যুলার ও কল্যাণ)]।

০৩। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা [দৃ: আ: বেগম ইসরাত চৌধুরী, উপসচিব (সিএ অধিশাখা)]।

০৪। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: বেগম কোহিনূর নাহার, সহকারী সচিব)।

০৫। সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ: আ: জনাব মোঃ শাহজাহান আলী; উপসচিব (বাজেট)]।

০৬। মহাপরিচালক, বিজিবি, পিলখানা, ঢাকা [দৃ: আ: জনাব মুজিবুল হক সিকদার, পরিচালক (অপারেশন পশ্চিম)]।

০৭। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা [দৃ: আ: মোঃ সামছুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন)]।

০৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, আগাঁরগাও, ঢাকা (দৃ: আ: লেঃ কমান্ডার শফিক উদ্দিন, জজ এডভোকেট জেনারেল)।

০৯। মহাপরিচালক, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃ: আ: বেগম শাহীনূর আক্তার, উপ-পরিচালক)।

১০। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (দৃ: আ: ডা: মোঃ আমিনুল হক, উপ-পরিচালক)।

১১। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০ [দৃ: আ: জনাব এ.কে.এম. টিপু সুলতান, পরিচালক (বর্হিগমন)]।

১২। মহাপরিচালক, র‍্যাব ফোর্স, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১৩। অতিরিক্ত আইজিপি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মালিবাগ, ঢাকা (দৃ: আ: বেগম ফারজানা ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইমিগ্রেশন)।
১৪। জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, উপসচিব (মনিটরিং), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। সিনিয়র সহকারী সচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। জনাব মোঃ নাদিম রহমান, প্রিভেনশন ও কমিউনিকেশন ম্যানেজার, উইন-রক ইন্টারন্যাশনার, হাউজ নং-০২ (৩য় তলা), রোড নং-২৩/এ, গুলশান-১, ঢাকা।
১৭। জনাব শাকিল মনসুর, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম), হাউজ # ১৩এ, রোড # ১৩৬, গুলশান-১, ঢাকা।
১৮। সভাপতি, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, যুগ্ম মহাসচিব)।
১৯। সভাপতি, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (ATAB), সাত তারা সেন্টার (১৫তম তলা), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা (দৃ:আ: জনাব আবদুস সালাম আরেফ, যুগ্ম মহাসচিব ও জনাব আসলাম খান, মহাসচিব)।
২০। সভাপতি, ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (TOAB), ৫/২(১ম তলা), সংসদ এভিনিউ, মনিপুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৫।
২১। সভাপতি, হজ্জ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (HAAB), সাত্তার সেন্টার (১৬ তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০।
২২। জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

অনুলিপিঃ কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৭। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৮। অফিস কপি।

19.9.16

(মোঃ আখতারুজ্জামান)
উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট)
ও
সদস্য সচিব, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স
ফোন নং-৯৩৫৬৮৭৬, ০১৭১৫-০১৬৪২২
ইমেইল: ankitakabid@yahoo.com